আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়সংলগ্ন লাউঞ্জে রোববার ডাকসুর কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় | © আমার দেশ

ডাকসুর প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত

পাঁচ প্রতিনিধি হবেন সিনেট সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

» এ নির্বাচনে কেউ হারেনি —ভিপি সাদিক কায়েম

» আমরা সবার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতে চাই—জিএস ফরহাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে সিনেট সদস্য হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গতকাল রোববার উপাচার্যের কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। এতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

সিনেট সদস্য হিসেবে মনোনীত পাঁচজন হলেন—ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস এসএম ফরহাদ, এজিএস মহিউদ্দীন খান, সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত সদস্য সাবিকুন্নাহার তামান্না ও পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসু সভাপতি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। এতে নবনির্বাচিতরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিপি সাদিক কায়েম সভা শেষে বলেন, এ নির্বাচনে কেউ হারেনি। আমরা সবাই মিলে কাজ করব। ডাকসুতে কারো ব্যক্তিগত জয় বা পরাজয় নেই—এটি শহীদদের আকাঙ্ক্ষা ও জুলাই অভ্যুত্থানের বিজয়। শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রশ্ন করবেন, আর আমরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার জবাব দেব।

সভা শেষে ডাকসু জিএস ফরহাদ জানান, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে সিনেটে পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমাদের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা শিগগির গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে। আমরা সবার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতে চাই।

এদিন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী সাখাওয়াত সরকারকে দেখতে হাসপাতালে যান ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েম ও কার্যনির্বাহী সদস্য আনাস ইবনে মুনির। এ সময় সাখাওয়াতের সুস্থতার জন্য তারা দোয়া করেন। সাখাওয়াত গত ১১ সেপ্টেম্বর ইউল্যাব স্কুলের সামনে রিকশা থেকে পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত 'ডাকসু ও হল সংসদ: জয়ী প্রার্থীদের তালিকা' শীর্ষক সংবাদে ফজলুল হক মুসলিম হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের কয়েকজন প্রার্থীর ভোটসংখ্যা একইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে—যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মতে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অপচেষ্টা কারো জন্যই শোভন নয়।

সমকাল

ডাকসুর প্রথম কার্যনির্বাহী সভা

ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিনেটে পাঁচ ডাকসু সদস্য মনোনীত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) প্রথম কার্যনির্বাহী সভায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিনেটে ডাকসুর পাঁচ ছাত্র প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হয়েছে। এবার ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের প্যানেল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সিনেটের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়া হয়। সভায় ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন সভাকক্ষে কার্যনির্বাহী সভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকসুর কার্যক্রম শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের সভাপতিত্বে সভায় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা উপস্থিত ছিলেন। তারা নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

ডাকসু থেকে সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মুহা. মহিউদ্দীন খান, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ ও সদস্য সাবিকুন্নাহার তামান্না সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন।

এদিকে সভায় ডাকসু ভিপি আবু সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মহিউদ্দীন খানসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তবে সেখানে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদকে দেখা যায়নি।

সভা শেষে ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ সাংবাদিকদের বলেন, সিনেটে প্রতিনিধি হিসেবে ভিপি, জিএস, এজিএস থাকছেন। সম্পাদকদের মধ্যে থেকে ছাত্র পরিবহন সম্পাদক ও সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বড় একটা অংশ অনাবাসিক শিক্ষার্থী। এ কারণে ছাত্র পরিবহন সম্পাদককে রাখা হয়েছে। যাতে তিনি তাদের সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরতে পারেন। পাশাপাশি ছাত্রীদের সমস্যা তুলে ধরতে সাবিকুন্নাহার তামান্নাকে রাখা হয়েছে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসুর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমরা কেউই নেতা নই, আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি। শিক্ষার্থীদের কাজ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন করা। আমাদের কাজ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা। নির্বাচিত হওয়ার পর আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছি। তাদের কথা শোনার চেষ্টা করেছি। এই ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই প্রজন্ম বিজয়ী হয়েছে। শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

সংবাদ

ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ

প্রতিনিধি, ঢাবি

সিনেট সদস্য হিসেবে ডাকসুর পাঁচ প্রতিনিধি হলেন: সাদিক কায়েম, এস এম ফরহাদ, মহিউদ্দিন খান, আসিফ আব্দুল্লাহ ও সাবিকুন্নাহার তামান্না

Times

Monday
September 15 • 2025 Bhadra 31 • BS 1432

Ducsu leaders begin term

STUDENTS WILL HOLD US ACCOUNTABLE, SAYS VICE-PRESIDENT MD ABU SADIK KAYEM

TIMES Report Dhaka

The newly elected leaders of the Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) have officially started their term of office, with the first meeting of the Executive Council held on Sunday morning. The meeting took place in the lounge next to the vice-chancellor's office and was presided over by Dhaka University Vice-Chancellor and Ducsu president Prof Niaz Ahmed Khan.

The meeting was attended by the newly elected vice-president Md Abu Sadik Kayem, general secretary SM Farhad, assistant general secretary Mohiuddin Khan, and other elected secretaries and members of the central council.

Addressing the press after the meeting, vice-president Md Abu Sadik Kayem emphasised, "Today marks the beginning of our formal activities. Students will hold us accountable, and we are committed to fulfilling our promises."

He further added, "There were no losers in this election. We all will work together. Our action plan will be announced soon, and we are determined to implement all our commitments."

In the recently concluded Ducsu elections, candidates from the student wing-supported 'Ekattor Shikkharthi Jote' secured 23 out of the 28 central council seats. The remaining five seats were won by independent candidates, with Hema Chakma, backed by the leftist 'Protibad Parishad', securing one of the seats.

Among the 23 active student organisations registered at Dhaka University, no group other than the student wing managed to win any central council seat.

ভোরের ডাক

ডাকসুর প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত, সিনেটে যাচ্ছেন ৫ জন

ভোরের ডাক রিপোর্ট

ডাকসুর প্রথম কার্যনির্বাহী

প্রথম আলো

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ডাকসুর নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরে। প্রথম আলো

প্রথম সভায় সিনেটে ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি ঠিক করল ডাকসু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম সভায় সিনেটে ডাকসুর পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি ঠিক করা হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়-সংলগ্ন সভাকক্ষে ডাকসুর প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকসুর কার্যক্রম শুরু হলো। এতে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।

সভায় ডাকসুর ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সভায় ডাকসুর নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মুহা. মহিউদ্দীন খান, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক ফাতেমা তাসনিম জুমা, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক মো. আসিফ আবদুল্লাহসহ ২৭ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ায় ডাকসুর কার্যনির্বাহী পরিষদের নেতাদের অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁদের প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ব্রিফ করেন ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ। তিনি বলেন, ভিপি, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ ও সবশেষ ডাকসুর সভাপতি হিসেবে উপাচার্য বক্তব্য দেন সভায়। সভায় সিনেটে পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি ও ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ কে হবেন, সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যা গেজেটের মাধ্যমে দ্রুতই প্রকাশ করা হবে।

এস এম ফরহাদ বলেন, ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটে পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে গতকালের সভায় ঐকমত্যে পৌঁছেছেন তাঁরা। তাঁরা হলেন ভিপি আবু সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মুহা. মহিউদ্দীন খান, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ ও সদস্য

The Asian Age

The first executive meeting of the 38th Dhaka University Central Students' Union- DUCSU was held on Sunday at the conference room adjacent to the Vice-Chancellor's office. -Agency

First executive meeting of DUCSU held

AA Correspondent

The first executive meeting of the 38th Dhaka University Central Students' Union- DUCSU was held on Sunday at the conference room adjacent to the Vice-Chancellor's office. Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan presided over the meeting.

Pro-Vice Chancellor and Acting Treasurer Professor Dr. Saima Haque Bidisha, newly elected DUCSU Vice President (VP) Abu Shadik Kayem, General Secretary (GS) S.M Farhad, Assistant General Secretary (AGS) Muhammad Mahiuddin Khan, along with all members of the executive committee attended the meeting.

In the meeting, DU VC congratulated all DUCSU leaders on their victory through a participatory process and urged them to work for the welfare of the students.

The meeting nominated five DUCSU executives as representatives in the University Senate under Section 20(1)(m) of the Dhaka University Order, 1973.

Nominated senate members are DUCSU VP Abu Shadik Kayem, GS S M Farhad, AGS Mahiuddin Khan, highest vote-receiver Sabikunnahar Tamanna, and Transport Affairs Secretary Asif Abdullah.

The meeting also discussed the appointment of DUCSU treasurer.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩১ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

15 September 2025

The New Nation

Newly elected DUCSU members take charge

News Desk

The newly elected members of Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) formally assumed their responsibilities on Sunday as their first meeting was held at the Vice-Chancellor's office.

The meeting discussed several issues and future action plans.

Chaired by Dhaka University Vice-Chancellor and DUCSU President Prof Dr Niaz Ahmed Khan, newly elected Vice-President (VP) Md Abu Shadik (Shadik Kayem), General Secretary (GS) SM Farhad, Assistant General Secretary (AGS) Mohiuddin Khan and other representatives attended the meeting, reports UNB.

After the meeting, Shadik said, "No one lost in this election. We will work together as a team. DUCSU is not about individual victory or defeat; it is the triumph of our martyrs' aspirations and the spirit of the July Generation."

The first executive meeting of the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) was held on Sunday in the conference room adjacent to the vice-chancellor's office. Newly elected DUCSU Vice President Shadik Kayem, General Secretary S M Farhad, Assistant General Secretary Mohiuddin Khan and all executive committee members exchanged greetings with flowers to Vice Chancellor (VC) Prof Dr Niaz Ahmad Khan. ■ NN photo

আলোকিত বাংলাদেশ

ডাকসুর প্রথম সভায় সিনেট সদস্য হলেন পাঁচ ছাত্র প্রতিনিধি

ডাকসুর প্রথম সভায় সিনেট

নয়া দিগন্ত

ডাকসু নির্বাচনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

ডক্টর আবু বকর রফীক

কথায় বলা হয় ইতিহাস নিজে থেকে নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বরং এর সমর্থনে পবিত্র আল কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহর ঘোষণা– 'আমি মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ইতিহাসের এ দিনগুলোর পালাবদল ঘটাই, যাতে করে তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত ঈমানের অধিকারী তা তিনি বাস্তবে দেখতে পারেন, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান'। (আল কুরআন-৩ : ১৪০) এবারের ডাকসু নির্বাচনের ফল সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে একটি চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে, তা হলো এই : ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী পরপর দু'বছর ডাকসুর জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম এবং হাসিনার স্বৈরশাসনমুক্ত হয়ে ভারতীয় আগ্রাসনমুক্ত বাংলাদেশে ২০২৪ সালে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী বছর, তথা সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও বিপুল বিজয় পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ৮০ শতাংশ প্রার্থী। এভাবে দেখা যায়, দীর্ঘ ৭৭ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক অভিন্ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

প্রফেসর গোলাম আযম যখন ডাকসুর জিএস পদে নির্বাচিত হন; তখন তিনি জামায়াত সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ছিলেন না। কারণ, জামায়াতে ইসলামী তখন পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ডাকসু নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার মতো অবস্থানে পৌঁছায়নি। তবে অধ্যাপক গোলাম আযম পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য পদ লাভ করে অবিভক্ত পাকিস্তান ও বিভাগ পূর্ববর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেক মাইলফলক সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেন। এই মাইলফলকগুলোর অন্যতম হচ্ছে :

১. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদার দাবিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর খানের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিটি রচনার দায়িত্ব ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি আব্দুর রহমান চৌধুরীর ওপর। অধ্যাপক গোলাম আযমের দাবির মুহূর্তে তখন লিয়াকত আলী খান এ দাবি পূরণে কোনো প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেননি। তবে এ দাবি ঘিরে ১৯৫২ সালে তীব্র ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় এবং পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র শাহাদতবরণ করেন। যার ফলে পাকিস্তানে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

পরবর্তীতে অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জামায়াতের আমির নির্বাচিত হন।

২. তার নেতৃত্বে জামায়াত স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অধ্যাপক গোলাম আযম স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আশির দশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৩. নব্বইয়ের দশকে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির প্রস্তাব পেশ করে জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি সততা, যোগ্যতা, সৎ-সাহস এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একজন দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য নেতার ভূমিকার কারণে গোটা জাতি কিভাবে সুফল ভোগ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা জাতীয়ভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি যে আচরণ করেছি তা পীড়াদায়ক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক হিসেবে জাতি অধ্যাপক গোলাম আযমের অবদানের স্বীকৃতি এখনো দেয়নি। অনেকে কারণে-অকারণে একুশে পদক পেলেও অধ্যাপক গোলাম আযমকে এ পদকে ভূষিত করা হয়নি।

এখন ভারতীয় হেজিমনিমুক্ত বাংলাদেশের শাসনভার যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর গোলাম আযমকে আগামী বছর (২০২৬ সালে) মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা। আসলে এ স্বীকৃতি প্রদানে তার কোনো উপকারে আসবে না, তবে জাতি হিসেবে আমরা একজন কৃতীমানের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে নিজেদের উদারতা দেখাতে পারি।

এবার আমরা ভারতীয় আগ্রাসনমুক্ত দ্বিতীয় স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম ডাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএসপদসহ ৮০ শতাংশ পদে বিপুল বিজয় অর্জনকারী ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্রশিবিরের কাছ থেকে জাতির প্রত্যাশা কী সে সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরছি:

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্বলেম পরিবর্তন। পাকিস্তান অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত, তথা ১৯৫২-৭২ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্বলেমে পবিত্র কুরআনের যে আয়াতটি খচিত ছিল তা প্রতিস্থাপন করা। এতে স্বীকৃতি ছিল যে, মানুষকে যেসব জ্ঞান দান করা হয়েছে সব মূলত আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অংশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্বলেমটি পরিবর্তন করে তদস্থলে একটি ধর্ম-বিবর্জিত এম্বলেম প্রতিস্থাপন করা হয়, এতে যে স্লোগানটি খচিত হয়েছে; তা হলো : 'জ্ঞানই আলো'; যা সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ, যে জ্ঞান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত নয় তা আলো নয়; বরং অন্ধকার। এ ধর্মহীন স্লোগানটির পরিবর্তনে বর্তমান ছাত্র সংসদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীরা যে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন তার পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। সব উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পাস শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে ভর্তির সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়।

৩. দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা ছাড়া অন্য কোনো সংগঠনের শিক্ষার্থীদের জন্য আসন বরাদ্দ পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। যার দরুণ রাজনৈতিক বিবেচনায় সিট বরাদ্দে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। নবনির্বাচিত ডাকসুর কাছে জাতির প্রত্যাশা– সব বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে শুধু মেধার ভিত্তিতে সিট বরাদ্দের নিয়ম চালু করা।

৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে এ যাবতকাল একমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া অন্যদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের।

অতএব বর্তমানে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন; তাদের দায়িত্ব হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব অনিয়ম থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে মুক্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। আমরা আশা করি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যদি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো যায়; তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিনের এ পুঞ্জীভূত অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও ন্যায় পরিপন্থী পন্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত অর্থে একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র সংসদকে আল্লাহ যেন এ ন্যায়ানুগ কাজগুলো সম্পাদনের তৌফিক দান করেন।■

লেখক : আইআইইউসির সাবেক ভিসি এবং ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজারি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান

আমার দেশ

ঢাবিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করল শিবির

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ভবনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। এ উপলক্ষে গতকাল রোববার মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

যে পাঁচ ভবনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো—কার্জন হল, মোকাররম ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) ও বিজনেস ফ্যাকাল্টি (এফবিএস)।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এসএম ফরহাদ বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনই আমাদের অগ্রাধিকার। অনেক আগেই আমরা এ মেশিন প্রস্তুত করেছিলাম। ডাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায় তা স্থাপন করিনি।

সেক্রেটারি মহিউদ্দীন খান বলেন, আমরা শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতি করতে চাই। এর আগেও প্রতিটি হলে ঠান্ডা পানির ফিল্টার স্থাপন করেছি। সব সময় শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই কাজ করে যাচ্ছি।

সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আশিকুর রহমান বলেন, আমাদের স্বল্প সক্ষমতার মধ্যেও শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এ ভেন্ডিং মেশিন তারই অংশ। ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকব।

মানবকণ্ঠ ১৫-০৯-২০২৫

ঢাবি শিবিরের নারীবান্ধব উদ্যোগ

পাঁচ স্থানে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি একাডেমিক এলাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হবে। গতকাল রবিবার বিকালে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ উদ্যোগের ঘোষণা দেয় শিবির নেতারা। পরিকল্পিত স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে টিএসসি, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কার্জন হল, মোকাররম ভবন ও এফবিএস ভবন।

ঢাবি শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আশিক বলেন, নারী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক স্থানে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসাচ্ছি। এটি মূলত ডাকসুর ঘোষণায় বলা ছিল, তবে আচরণবিধির কারণে তখন তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। আমরা চাই, এই ধরনের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসুর [illegible] মহিউদ্দিন খান বলেন, 'আমরা দীর্ঘ এক বছর ধরে শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ করে যাচ্ছি। এর ধারাবাহিকতায় আজ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য এই সুবিধার ব্যবস্থা করছি। ডাকসুর নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, একাডেমিক ভবনে যেন মৌলিক সুবিধা থাকে, সেগুলো নিশ্চিত করব। আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।' এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, 'হঠাৎ জরুরি মুহূর্তে আমরা বিপাকে পড়ি। একাডেমিক ভবনে ভেন্ডিং মেশিন থাকলে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাব।'

মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের ঘোষণা দেন শিবির নেতারা —আলোকিত

আলোকিত বাংলাদেশ ১৫-০৯-২০২৫

সেনিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ ঢাবি শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক এলাকায় সেনিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাবি শাখা। গতকাল রোববার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে শিবির নেতারা এ তথ্য জানান। যেসব স্থানে মেশিন বসানো হবে সেগুলো হলো- টিএসসি, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কার্জন হল, মোকাররম ভবন ও এফবিএস। [illegible]

শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আশিক বলেন, নারী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা একাডেমিক এলাকায় পাঁচটি স্থানে এই ভেন্ডিং মেশিন বসাচ্ছি। ডাকসু নির্বাচনের সময়ই এই প্রতিশ্রুতি ছিল, তবে আচরণবিধির কারণে তখন বাস্তবায়ন করা যায়নি। এখন থেকে এমন কাজ ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে।

শিবিরের সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান বলেন, আমরা দীর্ঘ এক বছর ধরে শিক্ষার্থী-কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করছি। এর ধারাবাহিকতায় আজ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের ঘোষণা দিলাম। ডাকসুর ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় আমরা বলেছিলাম একাডেমিক ভবনে তাদের সুবিধা নেই, সেগুলো নিশ্চিত করব। আমাদের এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।